বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩

সেপ্টেম্বর, ২০২২।

উপজেলা পরিষদ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

উপদেষ্টা
বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, এম পি
মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৬, লালমনিরহাট-৩।

সার্বিক সহযোগিতায়
জনাব মশিউর রহমান মামুন
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মিরু
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

জনাবা মোছাঃ জেসমিন নাহার
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

সম্পাদনায়
জনাব মোঃ নাজির হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

কারিগরী সহযোগিতায়
পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), উপজেলা পরিষদ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।
অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহোরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএলআরএম), উপজেলা পরিষদ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।
সালমান জাহাঙ্গীর, জেলা সমন্বয়ক, উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

ডিজাইন
মোঃ মনিরুল ইসলাম রানা
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
উপজেলা পরিষদ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

মুদ্রণে

গ্রন্থস্বত্ব
উপজেলা পরিষদ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২২।

মোঃ আবু জাফর
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
লালমনিরহাট।

বাণী

স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে সেবা প্রদান ও জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উপজেলা পরিষদ স্বাবলম্বী ও স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে । একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সেবামুখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও এর সঠিক বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জনগণের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন একসূত্রে একটি চক্র হিসেবে কাজ করলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল বৈষম্য দ‚র করে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ১৯৭৩ সালে ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁরই দেখানো পথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বর্তমান সরকার জাতীয় পর্যায়ে "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১" বাস্তবায়ন করে চলেছে এবং ২১০০ সাল পর্যন্ত শতবর্ষ মেয়াদি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার অধীনে সমন্বিতভাবে ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন ও ২০৪১ সালে মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলা পরিষদ প্রথম বারের মত তাদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (ইউআইসিডিপি) কারিগরি সহযোগিতায় হাতীবান্ধা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২৩) প্রণয়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে অবদান রেখেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ আবু জাফর)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার
লালমনিরহাট।

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। উপজেলা পরিষদকে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে ২০১১ সালে মহান জাতীয় সংসদে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ পাশ করা হয়। বর্তমান সরকার উপজেলা পরিষদকে আরো গতিশীল ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (ইউআইসিডিপি) লক্ষ্য হচ্ছে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অধিকতর প্রশাসনিক সক্ষমতার সাথে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিষেবা বাস্তবায়ন করা। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের উদ্যোগে 'উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা, ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে যা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এই নির্দেশিকা অনুসরণ করে হাতীবান্ধা উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মূলত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে উন্নয়ন আরো টেকসই ও গতিশীলতা পাবে।

হাতীবান্ধা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলা পরিষদ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এগিয়ে আসবে বলে বিশ্বাস করি। হাতীবান্ধা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সাথে উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের যে সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)

জনাব মশিউর রহমান মামুন
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

বানী

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সত্যিকালের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তারই দেখানো পথে বঙ্গবন্ধু কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জনপ্রত্যাশা পুরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে পুনরায় উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা কার্যকর করেন এবং উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে অদ্যবধি বিভিন্ন আইনি দলিল ও বিধিমালা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও জাতিগঠনমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা পরিষদে রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনপ্রতিনিধি ও পেশাগত কাজে পারদর্শী বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ । এই দু'য়ের সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা পরিষদের আছে জনগণের চাহিদামাফিক সেবা দেয়ার অপার সম্ভাবনা। উপজেলার নিজস্ব তহবিল, সরকারি অনুদান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও কার্যক্রমসমূহ একই পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে আসা জনগণকে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দৃশ্যমান ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে সহায়ক হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের কারিগরি সহায়তায় হাতীবান্ধা উপজেলা ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য এক বছর মেয়াদী একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলার সকল বিভাগ, কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও সহ পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে আমি উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এই পরিকল্পনা দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়িত হয়ে জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মশিউর রহমান মামুন)

জনাব মোঃ নাজির হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট

সম্পাদকীয়

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সর্বশেষ ২০১৫ সংশোধিত) কার্যকর হয়েছে।এই আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৩ টি বিধিমালা ও উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩ প্রণয়ণ করা হয়েছে। পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব আইন, বিধিমালা প্রণয়নের ফলে এবং তার যথাযথ অনুসরণ কার্যকর হলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ধারা ৪২ এ বলা হয়েছে যে উপজেলা পরিষদসমূহ উপজেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। আইনের ২য় তফসিলে (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী) এর ১নং ক্রমিকে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে গতিশীল করতে স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।এর প্রেক্ষিতে হাতীবান্ধা উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়ন করছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বর্তমান সরকার নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে হাতীবান্ধা উপজেলা পরিষদ তাই উপজেলা বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা ও স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী সমস্যাসমূহকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। আমি আশা করি, জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামত নিয়ে চাহিদা নির্ণয়পূর্বক যে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা শতভাগ বাস্তবায়িত হবে। জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের যে উদ্যোগ লক্ষ্য করছি তাতে আমি আশা করতে পারি দ্রুততম সময়ের মধ্যেই হাতীবান্ধা একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), প্রকল্প নির্বাচন কমিটিসহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণ ও পরিষদে ন্যস্ত সকল কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদের ও প্রশাসনের সকল কর্মচারী যারা শ্রম দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ নাজির হোসেন)

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১ ভূমিকা	৭
২. উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	৯
৩. উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১৩
৪. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম	২২
৫. উপজেলার ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের সার-সংক্ষেপ	৩৫
৬. রূপকল্প	৩৬
৭. বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ	৩৬
৮ উপজেলা প্রকল্প সারসংক্ষেপ	৩৮
৯. বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা	৪৬
চিত্র ১ঃ উপজেলার মানচিত্র	৮
ছক ১ ঃ উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	৯
ছক ২ ঃ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন	১৩
ছক ৪ ঃ উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম	২২
ছক ৩ ঃ উপজেলার ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের সার-সংক্ষেপ	৩৫
ছক ৫ ঃ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ	৩৬
ছক ৬ ঃ উপজেলা প্রকল্প সারসংক্ষেপ	৩৮
ছক ৭ ঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২১-২২ এর সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র	৪৬

১। ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের র বরাদ্দ বা খাতসমুহ পঞ্চ বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশকরা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেট বার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইপ্সিক ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাকবে।

প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। হাতীবান্ধা উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রনয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে।প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে । বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রনয়ন এপ্রিল'২০২২ হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করে সেপ্টেম্বর'২২ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়। করোনাজনিত কারনে এই অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বেশি সময় প্রয়োজন হয়েছে।

হাতীবান্ধা উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, বাজেটের সারসংক্ষেপ, পরিস্থিতি বিশ্লেষন, রূপকল্প ও বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত আছে প্রকল্প সারসংক্ষেপ ও পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে উপজেলার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ তাদের রূপকল্প, ২০২১-২২ অর্থবছরে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে । উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন দ্বৈত্বতা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাতীবান্ধা উপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে চারটি (০৪) খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার ২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করেছে এবং প্রকল্প সারসংক্ষেপ তৈরী করেছে।। প্রকল্প সার সংক্ষেপ প্রকল্পের র অবস্থান, বিবরণ, প্রত্যাশিত উপকারভোগী, ও ব্যয় সম্পর্কে ধারনা দেয় যার ফলে প্রকল্পের র প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নের সম্ভাবনা, ও বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। পরিশেষে বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও পর্যালোচনা, বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলার করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

চিত্র ১: হাতীবান্ধা উপজেলার মানচিত্র

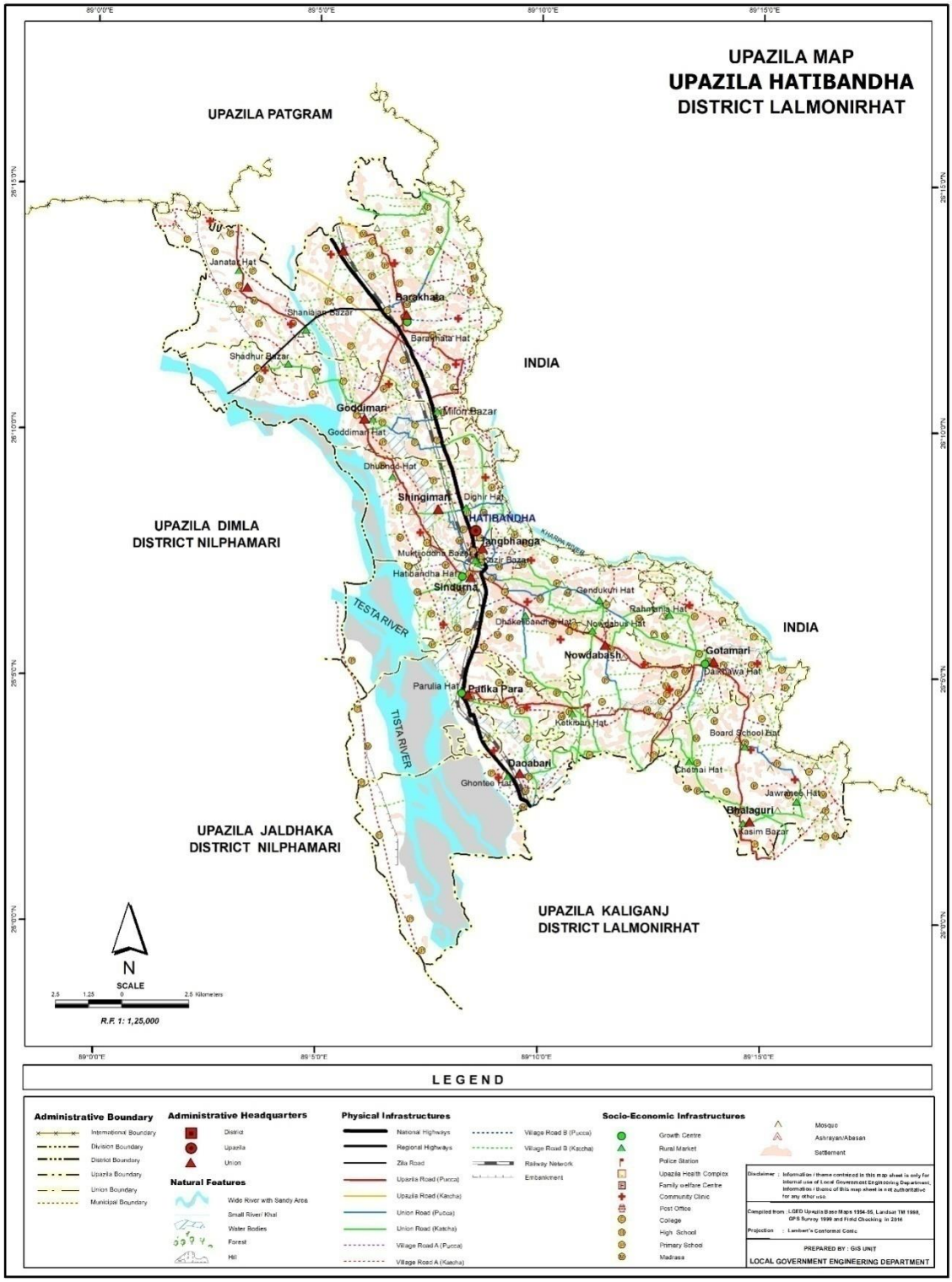

২.হাতীবান্ধা উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্তঃ

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হালনাগাদ করতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১, হেলথ বুলেটিন হাতীবান্ধা, ২০২২।

হাতীবান্ধা উপজেলার আর্থসামাজিক তথ্য বিশ্লেষনে দেখা গেছে যে, উপজেলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে উপস্থিতির হার ৮৭% এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮৫%।স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উপজেলাতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির হার মাত্র ৪৫% এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সারা বছরে মাত্র ৭০০ রোগী পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। উপজেলায় এখনো মোট সড়কের চারভাগের তিনভাগই কাঁচা অবস্থায় আছে। এছাড়া উপজেলার ৮৮% জনগন স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে এবং ৯৪% জনগন সুপেয় পানি পান করছে। এছাড়া কৃষিতে উপজেলা এখনো ডাল, তেল ও ফল উৎপাদনে ঘাটতিতে আছে। মাছ ও দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি।

ছক ১০ঃ হাতীবান্ধা উপজেলার আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
প্রশাসনিক তথ্য	আয়তন	বর্গ কি মি	২৮৯	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	১২	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	গ্রাম	সংখ্যা	৬৫	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	মৌজা	সংখ্যা	৬৩	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	১০৮	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	জেলা সদর হতে দূরত্ব	কিমি	৫২	গুগল ম্যাপ, ২০২২
	উপজেলা ঘোষণার সাল	সাল	১৯৮৩	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য	জনসংখ্যা	জন	২,৪৮,৯১৭	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	পুরুষ	জন	১,২৪,৩৪৪	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	নারী	জন	১,২৪,৫৭৩	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	খানা/ পরিবার	সংখ্যা	৫৮,৯৮৫	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি)	জন	৮৬১	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	ভোটার সংখ্যা	জন	১,৬৭,৯৩৮	উপজেলা নির্বাচন অফিস, ২০২২
	পুরুষ ভোটার	জন	৮৩,৮৯৫	উপজেলা নির্বাচন অফিস, ২০২২
	নারী ভোটার	জন	৮৪,০৪৩	উপজেলা নির্বাচন অফিস, ২০২২
	মুসলিম	জন	২,১৭,৩১৩	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	হিন্দু	জন	৩১,৫১০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	বৌদ্ধ	জন	০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	খ্রিস্টান	জন	০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	অন্যান্য	জন	০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো				
	উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	সংখ্যা	০	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	১৭৮	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	০১	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	৩০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	০৭	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	মহাবিদ্যালয়	সংখ্যা	১০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	ভোকেশনাল (এসএসসি)	সংখ্যা	০৪	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	বিএম মহাবিদ্যালয়	সংখ্যা	০৫	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	দাখিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	১০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	আলীম মাদ্রাসা	সংখ্যা	৫	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	ফাযিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	কামিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	০১	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা	৪৩	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	এমপিওভূক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা	০৩	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা	৩৭	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০২২

	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	সংখ্যা	০৮	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০২২
	ইউনিয়ন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	সংখ্যা	০২	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০২২
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,	সংখ্যা	০১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০২২
	হাট-বাজার	সংখ্যা	১৬	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	ব্যাংকের শাখা	সংখ্যা	০৯	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	ডাকঘর	সংখ্যা	১৬	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	মসজিদ	সংখ্যা	৪৮১	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	মন্দির	সংখ্যা	১১৮	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	গির্জা	সংখ্যা	০	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন	সংখ্যা	০১	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	পুলিশ স্টেশন	সংখ্যা	০২	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	সরকারি খাদ্য গুদাম (২০০০ মেঃ টঃ)	সংখ্যা	০১	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	আশ্রয়ণ/আবাসন	সংখ্যা	০৭	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০২২
	গুচ্ছগ্রাম	সংখ্যা	৩৮	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০২২
	মোট সড়ক (এলজিইডি)	সংখ্যা	২৮৯	এলজিইডি, ২০২২
	মোট সড়কের দৈর্ঘ্য (এলজিইডি)	কিমি	৮১৬.৬৩	এলজিইডি, হাতীবান্ধা, ২০২২
	কাঁচা সড়ক(এলজিইডি)	কিমি	৬১১.২৬	এলজিইডি, হাতীবান্ধা, ২০২২
	পাকা সড়ক (এলজিইডি)	কিমি	২০৫.৩৭	এলজিইডি, হাতীবান্ধা, ২০২২
	পাকা সড়ক (সড়ক ও জনপথ)	কিমি	৩০	এলজিইডি, হাতীবান্ধা, ২০২২
	রেল লাইন	কিমি		উপজেলা পরিষদ, ২০২২
	রেল স্টেশন	সংখ্যা	০৩	উপজেলা পরিষদ, ২০২২
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী	সংখ্যা	০৩	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০২২
	জলমহাল	সংখ্যা	০	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০২২
	বনভূমি	একর	০.৩৩	উপজেলা বন বিভাগ, ২০২২
	স্বাক্ষরতার হার	শতকরা	৬৮%	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	শতকরা	১০০%	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	শতকরা	১.৬০%	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার	শতকরা	৮৭%	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন	৮৯৫	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	জন	৩১,২৯৪	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	ডিপিএড/সিএনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা	জন	৮২৫	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	-	১:৩৫	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সংখ্যা	১৬৬	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	বিদ্যুৎ সংযোগ নাই এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সংখ্যা	১২	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন	৪২৫	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	জন	২১,১৯৯	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত		১ঃ৫০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০২২
	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার	শতকরা	৮১.৬৮	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০২২
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	৮৮.৯১	উ জনস্বাস্থ্য প্র কার্যালয়, ২০২২
	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারের হার	শতকরা	৯৩.৮০	উ জনস্বাস্থ্য প্র কার্যালয়, ২০২২
	২০২১-২২ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জনগণ			
	ইজিপিপি	জন	২,০১০	উপজেলা প্র বা ক কার্যালয়,২০২২
	ভিজিডি	জন	২,৫১৬	উপজেলা ম বি ক কার্যালয়, ২০২২
	মাতৃত্বকালীন ভাতা	জন	৩,৬০০	উপজেলা ম বি ক কার্যালয়, ২০২২
	বয়স্ক ভাতা	জন	১১,৬৯২	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২২
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা	জন	৫,৩১৪	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২২
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	জন	৩,৬১৩	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২২
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	জন	২৬০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২২
	দলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাতা	জন	২৫০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২২
	দলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	জন	৫৬	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০২২

৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। । পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়।তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাব্যনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিক্ষা)। কোন লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যোগ কাজ করেনি? কোন পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলি শেষে ১ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম প্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে।

হাতীবান্ধা উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখতে পেয়েছে যে, উপজেলার শিক্ষা খাতে বিশেষত মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে দুর্বল অবকাঠামো ও উপকরনের অভাবে কারনে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যহত হচ্ছে । প্রাথমিক পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হলেও শিক্ষার্থীদের মাঝে উপকরণ বিতরণের কার্যক্রম কম। যার কারনে উপজেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগমনের উৎসাহ কম বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে উপকরনের সংকট রয়েছে। বাড়ীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত দাই/নার্স দ্বারা বাচ্চা প্রসব করানোর কারনে মা ও নবজাতকসমূহ মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে আছে। উপজেলার বিভিন্ন পরিসেবা সংযোগকারি চারভাগের তিনভাগ সড়ক ই কাঁচা অবস্থায় আছে। উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কসমূহের পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও কার্লভাট না থাকায় সড়কে জলাবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে এবং গাইড ওয়াল না থাকায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। গবাদি পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারনে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে, বিশেষত গরু ও মহিষের ক্ষুরারোগ, ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যাচ্ছে।

ছক ২০ঃ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	আর কোন পদক্ষেপ না নেয়া হলে ১ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে/বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ
	মূল সমস্যাসমূহ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণসমূহ			
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীদের মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	২০,০০০ জন রোগী	১। হাসপাতালে প্যাথলজিক্যাল উপকরণ ও যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। ২। জনবলের মধ্যে এমটি (আরজি) পদে কোন জনবল নাই।	কার্যক্রম নাই।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত ২০,০০০ জন রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি এ্যানালাইজার মেশিন প্রদান করা যেতে পারে। ২। জনবলের ব্যপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হইয়াছে। ৩। অপারেশন থিয়েটারসহ অন্যান্য স্থাপনায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র স্থাপন করা যেতে পারে। ৪। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আধুনিক ২০টি বেড স্থাপন করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য	উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীদের মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।	২টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক।	২,১০,০০০ জন রোগী	১। ২টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নাই। অপর দিকে ৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিকের বিপরীতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা যাচ্ছে না। ২। উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ও সিসি ক্যামেরা নাই। ৩। কমিউনিটি ক্লিনিকে সীমানা প্রাচীর না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।	কার্যক্রম নাই।	১। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। ২। উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীদের মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, নেবুলাইজার মেশিন, বিপি মেশিন, গ্লুকো মিটার সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যেতে পারে। ২। অন্তত ৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা যেতে পারে। ৩। অন্তত ৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংস্কার করা যেতে পারে। ৪। অত্র উপজেলার ৫টি ইপিআই শেড নির্মাণ করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার গর্ভবতী মায়েরা ও নবজাতকসমূহ মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে আছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ১০৮টি ওয়ার্ড।	হাতীবান্ধা উপজেলার ৫২,২৫৬ জন সক্ষম দম্পতি (রিপোর্ট এমআইএস-সেপ্টেম্বর/২০২১) এর মধ্যে মোট ২,৯২৫ জন গর্ভবতী।	১। বাড়ীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত দাই/নার্স দ্বারা বাচ্চা প্রসব করা। ২। গর্ভকালীনস্থ শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুফল সম্পর্কে অবগত নন। ৩। নরমাল ডেলিভারীর জন্য এফডব্লিউসিতে আধুনিকমানের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাব।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৮টি এফডব্লিউসি, ০১টি আরডি, সদর ক্লিনিক এবং প্রায় ৭২ জন কর্মীর মাধ্যমে গর্ভবতীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	আনুমানিক ১৪,৬২৫ জন গর্ভবতী মা।	১। গর্ভবতী মা ও পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা সম্পর্কে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী বছরে পর্যাপ্ত অবহিতকরণ ক্যাম্পেইন/কর্মশালা/উঠান বৈঠক/পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে। ২। ০৮টি এফডব্লিউসিতে নরমাল ডেলিভারী কার্যক্রম চালু/জোরদার করার জন্য মানসম্মত প্রয়োজনীয় সনঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের অপরেশন থিয়েটার কক্ষের উন্নয়ন করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ও বিভিন্ন এফডব্লিউসি-তে আসবাবপত্রের অভাব	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ও বিভিন্ন এফডব্লিউসি	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ও বিভিন্ন এফডব্লিউসি	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ও বিভিন্ন এফডব্লিউসি-তে মায়েরা স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসলে অনেক সময় বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।	অর্থাভাবে পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।	সেবা কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটবে।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ও বিভিন্ন এফডব্লিউসি-তে চাহিদামত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
	বিভিন্ন ইউনিয়নে অবস্থিত এফডব্লিউসি-এর আবাসিক	উপজেলার ০৮টি ইউনিয়ন		বিভিন্ন ইউনিয়নে অবস্থিত এফডব্লিউসি-এর আবাসিক ভবনগুলি বসবাসের			আবাসিক ভবনগুলি মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা	ভবনগুলি বসবাসের অনুপযোগী		উপজেলার ০৮টি ইউনিয়ন	অনুপযোগী হওয়ায় কর্মীরা সার্বক্ষণিক অবস্থান করতে পারছেন না।	অর্থাভাবে আবাসিক ভবনগুলি মেরামত করা সম্ভব হয় নাই।	সেবা কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটবে।	
প্রাথমিক শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে।	অত্র উপজেলার ১৭৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।	৩৪,৫২২ জন শিক্ষার্থী	পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেণী কক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, খেলাধূলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণী কক্ষের সংকট।	১। স্লিপ এর মাধ্যমে পাঠদান উন্নয়নে ১৭৮টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা। ২। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে চর এলাকায় বিদ্যুৎ নাই এমন ১৬টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে =২,০০০০০/= (দুই লক্ষ) করে ১২টি বিদ্যালয়ের মেরামত কাজ করা হয়। ৪। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় =৪০,০০০/= টাকা করে ১২৯টি বিদ্যালয়ের রুটিন মেইনটেনেন্স মেরামত করা হয়েছে।	৩৪,৫২২ জন শিক্ষার্থীর মানসম্মত আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হতে পারে।	১। ১৭৮টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ই-ম্যানেজমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৩৪,৫২২ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৪। ১৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খেলাধূলার সামগ্রী প্রদান করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষা	আধুনিক ও যুগোপযোগী শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে শোণীকক্ষে পাঠদান করা হয় না।	উপজেলার ১০টি কলেজ, ০১টি স্কুল ও কলেজ, ৪১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৬টি মাদ্রাসা, ০৯টি এসএসসি ভোকেশনাল, ০৬টি বিএম কলেজ, ০১টি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট ও ০১টি কৃষি কলেজ।	২,৫০,০০০ শিক্ষার্থী	১। প্রশিক্ষণের অভাব (বিষয় ভিত্তিক) ২। প্রশিক্ষণের অভাব (আইসিটি)। ৩। ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণের অভাব। ৪। শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক উপকরণ ও ডিজিটাল উপকরণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং চলমান রাখার জায়গা, সংরক্ষণ, আলমিরা বা ড্রয়ারের অভাব। ৫। প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশিক্ষণের অভাব। ৬। ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকের অংশগ্রহণ পর্যাপ্ত নয়। ৭। প্রতিষ্ঠান প্রধানের আইসিটি উপকরণ ব্যবহারে অনিহা/অভাব। ৮। প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক/কর্মচারী, অভিভাবক এবং ম্যানেজিং কমিটি দৃষ্টিভংগী।	এসইএসডিপি প্রকল্প কর্তৃক ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।	১। উপজেলার প্রায় সকল শিক্ষার্থীর গুণগত শিক্ষা অর্জন অনিশ্চিত হবে এবং ঝরে পড়া বেড়ে যাবে। ২। শিক্ষার গুনগতমান অর্জন ব্যহত হবে।	১। শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ০৮টি বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার করা যেতে পারে ৩। শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৪। ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা যেতে পারে। ৫। শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করণের জন্য শিক্ষক প্রতি আলমিরা, ড্রয়ার এবং চলমান শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৬। প্রতিষ্ঠান প্রধানের শিখন-শেখানো ও আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ। ৭। ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	উপজেলার মোট ৮১৬ কিমি সড়কের মধ্যে ৬১১ কিমি সড়ক কাঁচা	১। উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো (স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি) যাতায়তের ক্ষেত্রে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ২।উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কসমূহের পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও কার্লভাট না থাকায় সড়কে জলাবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে এবং গাইড ওয়াল না থাকায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে	১। গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং এলাকার জনগনের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে IRIDP প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক উন্নয়নের কাজ চলমান আছে।	৬১১ কিমি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে	১। প্রধান সড়কের সাথে সংযোগকারী ৫০০ মি সড়ক উন্নয়ন করা যেতে পারে। ২। জলাবদ্ধতা নিরসনে ৩০০মি ড্রেন নির্মাণ করা যেতে পারে। ৩। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ৫টি কার্লভাট নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। গ্রামীণ সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে ১০০ মি গাইড ওয়াল নির্মাণ করা যেতে পারে। ৫। বাসস্ট্যান্ডে ও খেয়াঘাটে বসার জন্য যাত্রী ছাউনি তৈরী করা যেতে পারে। ৬। বিভিন্ন দুর্ঘটনাপ্রবণ মোড়ে, গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টারে

							১০০টি সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন করা যেতে পারে।
জনস্বাস্থ্য	উপজেলার চরাঞ্চলে ও নব নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত পরিবারসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও সুপেয় পানি পান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৪২৭২ পরিবার নলকূপ বিহীন এবং ৭৬৮২ পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন বিহীন	১। আর্থিক সংকটের কারনে প্রতি বছরে বন্যার পরে চরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র পরিবার সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত ল্যাট্রিন ও নলকূপ পুনরায় নির্মাণ করতে পারে না। ২। হাইজিন ও স্যানিটেশন বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব আছে । ৩। নব নির্মিত আশ্রয়ণ ২ প্রকল্পে বসবারসরত দরিদ্র পরিবার সমূহের জন্য স্থপিত নলকূপ সংখ্যা যথেষ্ট নয়।	১। সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ৩১২ টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। ২।মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারে নলকূপ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৫০টি অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।	৪২৭২ পরিবার নলকূপ বিহীন থাকবে এবং ৭৬৮২ পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হবে	১। হতদরিদ্র ও আশ্রয়ণ ২ প্রকল্পে বসবাসরত ৫০০ পরিবারের জন্য নতুন নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে। ২। চরাঞ্চলে বসবাসরত ২০০০ পরিবারের মাঝে নলকূপ ও ল্যাট্রিন স্থাপন করা যেতে পারে।
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন		১। গবাদি পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারনে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে, বিশেষত গরু ও মহিষের ক্ষুরারোগ, ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যাচ্ছে। ২। গবাদি পশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ ভ্যাকসিনেশন ও পালন পদ্ধতি বিষয় পশু পাখি পালনকারীদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব। ৩। ভ্যাকসিন সংগ্রহের জন্য দূর দুরান্ত থেকে উপজেলায় আসা যাওয়া ব্যয় ও সময়ের অভাব।	১। এলডিপি প্রকল্প কার্যক্রম চলমান। ২। পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের র আওতায় শুধুমাত্র ছাগলের পিপিআর টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। ৩। আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পের র আওতায় উপজেলায় ৭৫ জন খামারীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৪। কৃত্রিম প্রজনন ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রকল্পের র আওতায় ৪০ জন খামারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।	১। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া খামার শুরু করার কারনে খামারীদের ক্ষতি হবে এবং নতুন উদ্যোক্তারা খামার করা হতে বিমুখ হবে। ২। জনসাধারন অনিরাপদ মাংস ক্রয় করে, ফলে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। ৩। টিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকার কারণে টিকার কার্যকারিতা কম হওয়ায় রোগের প্রকোপ বাড়ে। ৪। ক্ষুরা রোগের প্রাদূর্ভাব বাড়ায় পশু মৃত্যু ঘটে এবং উৎপাদন কমে যায় ফলে	১। টিকা ও ঔষধ রাখার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে ফ্রিজ প্রদান করা যেতে পারে। ২। উপজেলা প্রানীসম্পদ অফিসের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা যেতে পারে ৩। ক্ষুরারোগ প্রতিরোধে গবাদি প্রাণিকে ক্ষুরারোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে। ৪। নিরাপদ মাংস সরবরাহের জন্য প্রতিটি বড় হাট-বাজারে Slaughter House স্থাপন করা যেতে পারে। ৫। নতুন উদ্যোক্তাদের আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ৬। প্রতিটি ইউনিয়নে গাবী পালন, ছাগল পালন ও মুরগী পালনের উপর ৩০ জন করে মোট ৯০ জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

					৫। ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চালে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের র আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজ ভিত্তিক সুফলভোগী নির্বাচন চলমান। ৬। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্পের র আওতায় খামারী নির্বাচন চলমান।	খামারীরা আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।	
কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	আনুমানিক ৫৬,৫৬০ টি কৃষি পরিবার।	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটি স্বাস্থ্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারনা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব। ৩। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১। আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকার ৮টি দলে মোট ১২০ জন কৃষককে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২। রাজস্ব খাতের অর্থায়নে নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে প্রদর্শনী স্থাপন করা হচ্ছে।	কৃষি বানিজ্যিকিকরণ এর প্রসার ঘটবে না।	১। ১৫০টি কৃষক পরিবারকে উচ্চমূল্য ফসল চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ২০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা যেতে পারে। ৩। ইউনিয়ন পয়ৃআয়ে সেবা প্রদানের জন্য ১২টি ইউনিয়ন পরিষদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের কক্ষে আসবাব পত্র প্রদান করা যেতে পারে।
		উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	৩,৫৫০ জন				

মৎস্য	অত্র উপজেলায় বেশিরভাগ মৌসুমী পুকুর হওয়ায় গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি শুকিয়ে যায় অধিকাংশ চাষী গতানুগতিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে আসছে ফলে উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।			১। অত্র উপজেলায় অধিকাংশ পুকুর বালি মাটির, সেহেতু পানি ধারণ ক্ষমতা কম, প্রয়োজনের তুলনায় জলাশয়ের পরিমাণ কম। ২। উপজেলায় অধিকাংশ পুকুর মৌসুমী পুকুর। ৩। ছোট পোনা ছাড়ার প্রবনতা। ৪। বানিজ্যিক মৎস্য খামার তুলনামুলক ভাবে কম। ৫। অধিকাংশ চাষীরাই স্বেচ্ছায় মূলধন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয়। ৬। মৎস্য অভায়াশ্রম স্থাপনের সুবিধা জনক জলাশয় নাই। ৭। অধিকাংশ চাষী গতানুগতিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে আসছে। ৮। পুকুর থাকে বালু উত্তোলন করায় অধিকাংশ পুকুরের গভীরতা ১৫-২০ ফুট পযর্ন্ত দেখা যায়। ৯। মৎস্য চাষীদের মৎস্য চাষ সংক্রান্ত যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব এবং পর্যাপ্ত প্রদর্শণী মৎস্য খামারের অভাব।	১। ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় বাৎসরিক বরাদ্দ আনুযায়ী ৫৪ জন মৎস্য চাষীকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদা করা হয় (উল্লেখ্য চলতি অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে)। ২। রাজস্ব খাতের আওতায় বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী ৭৫ জন মৎস্য চাষীকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩। জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ১টি জলাশয় সংস্কার করা হয় (উল্লেখ্য চলতি অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে)।	২৫০ জন মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হবে।	১। ২৫০ জন মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও মাছের খাদ্য তৈরী ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। টেকশতই মাছ উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য মৎস্য চাষী/মৎস্য জীবিদের জন্য উপকরণঃ পিলেটে মেশিন, এ্যারেটর, জাল, পাতিল, সাইকেল বিতরণ করা যেতে পারে। ৩। পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষার জন্য ডিজিটাল কিটবক্স ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করা যেতে পারে। ৪। স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা (কৈ, তেলাপিয়া, পাংগাস, স্বরপুটি) করলে মাছ চাষীরা বেশী লাভজনক হবে। ৫। বর্ষাপ্লাবিত ধান ক্ষেত ও প্লাবণভূমিতে স্বল্প সময়ে মাছ চাষের যথেষ্ট সুযোগ আছে। ৬। উন্নত মাছ চাষ প্রযুক্তি বায়োফ্লোক্স করার সুযোগ আছে। ৭। স্থানীয় বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীতে প্রাকুতিক উৎস্য হতে উন্নত ব্রুড মাছ সরবরাহ করা হলে গুনগত মান সম্পূর্ণ রেণু ও পোনা পাওয়া যেতে পারে। ৮। বাণিজ্যিক মৎস্য খামার/উদ্যোক্তা তৈরী করা এবং সহজ শর্তে মৎস্য ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হত-দরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	আনুমানিক ১২,৩০০ জন নারী।	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বে-সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না। ৩। আইজিএ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উপজেলা পরিষদের বাহিরে হওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প" এর মাধ্যমে প্রতি বছর ২০০ জন মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান ও বিউটিফিকেশন	১০,৫০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০ জন নারী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৫০ জন নারীর আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন প্রদান করা যেতে পারে। ৩। কিশোর-কশোরী ক্লাবের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরন প্রদান করা যেতে পারে।

					প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।		৪। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্ঠির লক্ষ্যে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের জন্য বিভিন্ন উপকরন প্রদান করা যেতে পারে। ৫। আইজিএ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উপজেলা পরিষদের ভিতরে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণ খেলাপী হচ্ছেন।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	২,৫১৯ জন	১। প্রশিক্ষণ না থাকায় গৃহীত ঋণের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ।	১। ০৩টি ইউনিয়নে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ২। ০৫টি ইউনিয়নে পিআরডিবি-৩ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ঋণ খেলাপীর পরিমাণ বেড়ে যাবে।	১। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ঋণ আদায়ে যৌথ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ঋণ আদায়ে নোটিশ করা যেতে পারে। ৪। সার্টিফিকেট মামলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে সমস্যার সৃষ্ঠি হচ্ছে। যার ফলে আগত সেবা গ্রহীতারা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	আনুমানিক ১,৫০০ জন যুব ও যুব মহিলা	প্রয়োজনীয় শিক্ষা দারিদ্রতা ও মন মানসিকতার অভাব	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেডে ৪২০ জন যুব ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণপ্রদান করা হচ্ছে এবং ৭৮ জন যুব ও যুব মহিলাকে =১৬,৩০,০০০/= (ষোল লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা হবে।	৫০০ জন যুব ও যুব মহিলা আত্মকর্মসংস্থান হতে বঞ্চিত হবে।	১। সামাজিক কর্মকান্ড ও স্বেচ্ছাসেবা মূলক কাজে যুবদের ভূমিক শীর্ষক জনসচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। নারীর ক্ষমতায়নে বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে ০১টি গুদাম ঘর নির্মান করা যেতে পারে।
সমবায়	উপজেলার আশ্রয়ণ প্রকল্প সমূহে বসবাসরত পরিবার সমূহের খেলাপি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	দৈখাওয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প, গেন্দুকুড়ি আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্প, পশ্চিম বেজগ্রাম আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্প, আব্দুল জব্বার আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্প, আরাজী শেখ সুন্দর আশ্রয়ণ ফেইজ ২ প্রকল্প।	৩৬০টি পরিবার।	ব্যারাক সমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা, ল্যাট্রিন ও নলকূপের সংকটের কারনে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে গেছে।	কার্যক্রম চলমান নাই।	৩৬০টি পরিবার ঋণ খেলাপী।	১। ৫টি আশ্রয়ন প্রকল্প জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা যেতে পারে। ২। আশ্রয়ন প্রকল্পের র পরিবার সমূহের জন্য ল্যাট্রিন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
	বিনিয়োগ ও						১। ঋণ কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনা করা যেতে পারে।

সমাজসেবা	পূণঃ বিনিয়োগের টাকা অনাদায়ী	হাতীবান্ধা উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন।	=৭,০৩,০১৮/ = টাকা অনাদায়ী।	বন্যা ও দূর্যোগ পরিস্থিতি, করোনা পরিস্থিতি, কৃষি ফসলের উপর নির্ভরশীলতা।	জরিপ পরিচালনা, সুবিধাভোগীর সাথে যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদান।	আদায়ের হার কমে যাবে, অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।	২। ঋণ ভিত্তিক মাঠ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগপূর্ব দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন।	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সম্পর্কে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নাই।	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল জনগণ	১। বন্যাপিড়ীত ০৬টি ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। দুর্যোগ বিষয়ে জনগণকে সতর্ক করতে বিভিন্ন স্থানে ২৪টি বিলবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে। ৩। কাবিখা কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মেরামতকৃত বাঁধের পাশে উপজেলা পরিষদের আর্থায়নে ৩০০০ তাল গাছ বৃক্ষ রোপন করা যেতে পারে। ৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোতাহার হোসেন ডিগ্রী কলেজে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা যেতে পারে।

৪. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলাস্থ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে উত্তম সমন্বয় ও সহযোগিতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা ও সায়ুজ্য (synergy) তৈরি করা যায়। উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না। একারনে প্রতি বছর উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম হালনাগাদ করার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈত্বতা পরিহার করতে পারবে এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে যদি পার্থক্য থেকে থাকে তাও সনাক্ত করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ খাতে বরাদ্দ প্রাধান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করতে পারবে।

হাতীবান্ধা উপজেলা তার বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নকালে উপজেলায় ভৌগলিক সীমানার মধ্যে বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত সম্ভাব্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে যেখানে বিগত বছরের ও আগামী বছরের সম্ভাব্য বিভিন্ন প্রকল্পের র বিবরণ ও বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেছে। হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় পর্যায় থেকে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সম্পদ বিবরনী পর্যালোচনা করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, উপকরণ সরবরাহ করন ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের কার্যক্রম কম দেখতে পেয়েছে। যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে উপজেলায় এলজিইডি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অর্থায়নে অনেক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে । এলজিইডির মূলত বৃহদাকারে সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে ভূমিকা রাখছে। উপজেলা পরিষদ তাই জাতীয় পর্যায়ের এইসব প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থের প্রকল্প গ্রহণ করেছে যেখানে তার নিজস্ব অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্যান্য উন্নয়ন উদ্যোগের মাঝে সাযুজ্য (synergy) তৈরিতে কাজ করেছে।

ছক ৩: উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প					
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৪	এই প্রকল্পের আওতায় হাতিবান্ধা উপজেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রণী কক্ষ নির্মাণের ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২	--
শিক্ষা	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প - ১	এই প্রকল্পের আওতায় হাতিবান্ধা উপজেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৯ টি বিদ্যালয়ের ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২	
শিক্ষা	চাহিদা ভিত্তিক নুতন জাতীয় করন কৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প -১	এই প্রকল্পের আওতায় হাতিবান্ধা উপজেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৩ টি বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।	সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	
শিক্ষা	রাজস্ব খাতের বিদ্যালয় মেরামত (মাইনর)	এই প্রকল্পের আওতায় হাতিবান্ধা উপজেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে প্রতিটি বিদ্যালয়ে =২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
শিক্ষা	রাজস্ব খাতে বই পরিবহন	২০২১-২২ অর্থবছরে এনসিটিবি কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ের ১৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
শিক্ষা	স্লিপ কার্যক্রম	২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যালয় প্রতি ৫০-৭০ হাজার টাকা করে ১৭৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্লিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
শিক্ষা	উপজেলার সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার।	২০২১-২২ অর্থবছরে উপজেলার সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় ৬১ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত করা হয়েছে	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
শিক্ষা	পিইডিপি ৪ এর আওতায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা	২০২১-২২ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ টুর্নামেন্ট পরিচালনা করা হয়েছে।	সকল ইউনিয়ন		
মাধ্যমিক শিক্ষা	রাজস্ব খাতের বই বিতরণ	২০২১-২২ অর্থবছরে এনসিটিবি কর্তৃক ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক/সমমানের পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
অবকাঠামো উন্নয়ন	পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কালর্ভাট মেরামত কর্মসূচি		সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
অবকাঠামো উন্নয়ন	শহর ও ইউনিয়ন ভুমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প	০২ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মান করা হয়। সিন্দুর্না ইউনিয়ন ও পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন।	সিন্দুর্না ইউনিয়ন ও পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন	২০১৬-২০১৯	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । এ কর্মসুচীর আওতায় হাতীবান্ধা উপজেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৯৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	৫,০০,৫৫,৮৩৬/-
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামীন জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ইজিপিপি'র ওয়েজ খাতে ১৩২ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে হাতীবান্ধা উপজেলায় মোট ২০১০ জনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	ওয়েজ খাতে ৫,২১,০০,০০০/- নন ওয়েজ খাতে ৫০,০০,০০০/-
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) কর্মসূচি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে টিআর এর মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসুচীর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ২০০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	৪০,০০,০০,০০০/-
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	সেতু/ কার্লভাট নির্মাণ প্রকল্প	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের র আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রায় ১০টি প্রকল্প হাতীবান্ধা উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	৫,০০,০০,০০০/-

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	এইচবিবি করণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের র আওতায় ০৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	৪,৫০,০০,০০০/-
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ভিজিএফ কার্যক্রম	ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি যার মাধ্যমে সরকার গরীব পরিবারের মাঝে ধর্মীয় উৎসবের সময় জনগনের মাঝে ১৩৮.৪০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	১৯০.০০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	মানবিক সহায়তা (ঢেউটিন)	১২৪ বান্ডিল ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	৭৫০ বান্ডিল ঢেউটিন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	মানবিক সহায়তা (গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি)	৩,৭২,০০০/- টাকা গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি বাবদ প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	৫,৭০,০০০/-
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	মানবিক সহায়তা (জি আর)	২৫৪.৫০০ মেট্রিক টন চাল ও ৪২,২৭,৫৬০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	৪৫০.০০ মেট্রিক টন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	মানবিক সহায়তা (শীত বস্ত্র)	৯৪৬০ টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	মানবিক সহায়তা (শুকনা খাবার)	১৮৫০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	৫০০০ প্যাকেট শুকনা
পরিবার পরিকল্পনা	স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সেবা	হাতীবান্ধা উপজেলায় ভ্যাসেক্টমি ১০ জন, টিউবেকটমি ১০ জন, আইইউডি ৩৯৮ জন, ইমপ্ল্যান্ট ১০০৯ জন, ইনজেকশন ৭৭৯ জন, খাবার বড়ি ১২৪২ জন, কন্ডম ২৮৬ জন সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ২১২০ জনকে শিশুসেবা, ১৪৭১ জনকে ডেলিভারি সেবা, ১৯৪৫ জন কে মাতৃস্বাস্থ্য সেবা, ৭৫৪০ জঙ্কে কিশোর-কিশোরী সেবা, ১৮৯১ জন কে গর্ভকালীন সেবা, ১৪৭১ জন কে প্রসবোত্তর সেবা, ৬৯৮৭ জনকে সাধারন সেবা, ১৮৬৪ জন কে পুষ্টি সেবা, ৩৪২০ জন কে স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেবা প্রদান করা হয়।	হাতীবান্ধা উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	১৪,৯৬,০০০/-
জনস্বাস্থ্য	Village Water Supply Project (VWSP)	উক্ত প্রকল্প হতে ১৯ টি অগভীর নলক'প স্থাপনের মাধ্যমে হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৯৫ টি পরিবার নিরাপদ পানযোগ্য পানির সুবিধা পাচ্ছে।	উপজেলায় ১২ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৫৭২৬০০/-
জনস্বাস্থ্য	Enclave Water Supply and Sanitation Project	উক্ত প্রকল্প হতে ১১ টি অগভীর নলক'প স্থাপনের মাধ্যমে হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৫৫ টি পরিবার নিরাপদ পানযোগ্য পানির সুবিধা পাচ্ছে।	উপজেলায় ১২ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
জনস্বাস্থ্য	Priority Rural Water Supply Project (PRWSP)	উক্ত প্রকল্প হতে ১৯ টি অগভীর নলক'প স্থাপনের মাধ্যমে হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৯৫ টি পরিবার নিরাপদ পানযোগ্য পানির সুবিধা পাচ্ছে।	উপজেলায় ১২ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৫৭২৬০০/-
জনস্বাস্থ্য	NNGPS	উক্ত প্রকল্পে ০৫ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নিমার্নের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। যার ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসচেতনেতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	উপজেলায় ১২ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
জনস্বাস্থ্য	GPS	উক্ত প্রকল্প হতে ১৬ –টির মধ্যে ১১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নিমার্নের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। যার ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসচেতনেতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	উপজেলায় ১২ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
জনস্বাস্থ্য	PEDP 4	উক্ত প্রকল্প হতে ১২– টির মধ্যে ০৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নিমার্নের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। যার ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসচেতনেতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	উপজেলায় ১২ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
জনস্বাস্থ্য	মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ভ'মিহীন ও গৃহহীন পরিবারে নলক'প স্থাপন প্রকল্প	উক্ত প্রকল্প হতে ১৩টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৫০ টি অগভীর নলক'প স্থাপনের মাধ্যমে হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৪২৫ টি পরিবার নিরাপদ পানযোগ্য পানির সুবিধা পাচ্ছে।	উপজেলায় ১২ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৯৩৩৩০৫/-
জনস্বাস্থ্য	সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ প্রকল্প	উক্ত প্রকল্প হতে ৩১২ টি অগভীর নলক'প স্থাপনের মাধ্যমে হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ১৫৫০ টি পরিবার নিরাপদ পানযোগ্য পানির সুবিধা পাচ্ছে।	উপজেলায় ১২ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৭৩১২৩৬৬/-
পল্লী উন্নয়ন	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি উদকনিক-২য় পর্যায়	এই কর্মসূচির আওতায় কৃষক সমবায় সমিতির সমবায়ীদের দলীয়ভাবে ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। সদস্যগণ ৬% সেবামূল্যে ১ বছরে ৪৮-৫০ কিস্তির মাধ্যমে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেন। শুধুমাত্র ৬০ দিন ব্যাপী (সেলাই, এমব্রয়ডারি, শতরঞ্জি, ব্লক বাটিক ও মোবাইল সার্ভিসিং) প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাই ঋণ সহায়তা পাবে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
পল্লী উন্নয়ন	পিআরডিপি-৩	গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসির জন্য অতি প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ভিডিসি স্কিম হিসাবে রাস্তা, কালভার্ট, স্কাল মেরামত, ড্রেনেজ, টিউবয়েল, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদি স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। টাকার মধ্যে প্রকল্প সহায়তা ৭০% গ্রামবাসীর অংশ ২০%এবং ইউপির অংশ ১০%।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
পল্লী উন্নয়ন	আবর্তক (কৃষি) কর্মসূচি	এই কর্মসূচির আওতায় কৃষক সমবায় সমিতির সমবায়ীদের দলীয়ভাবে ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। তারা ১১% সেবামূল্যে ১ বছরে মাসিক ১২ কিস্তির মাধ্যমে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেন।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
পল্লী উন্নয়ন	সদাবিক প্রকল্প	এই প্রকল্পের র আওতায় অনানুষ্ঠানিক দলে দলীয় ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। সদস্যগণ ১১% সেবামূল্যে ১ বছরে ৪৮-৫০ কিস্তির মাধ্যমে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেন।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
পল্লী উন্নয়ন	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	এই প্রকল্পের র আওতায় অনানুষ্ঠানিক দলে দলীয় ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। সদস্যগণ ১১% সেবামূল্যে ১ বছরে ৪৮-৫০ কিস্তির মাধ্যমে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেন।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
পল্লী উন্নয়ন	অপ্রধান শস্য বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	এই প্রকল্পের র আওতায় অনানুষ্ঠানিক দলে/এককভাবে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। অপ্রধান শস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্টরাই এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হতে পারবেন। তারা ৪% সেবামূল্যে ১ বছরে ২৪ কিস্তির মাধ্যমে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেন।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
পল্লী উন্নয়ন	গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প	এই প্রকল্পের র মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক দলীয় ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। সদস্যগন ৮.৫% সেবামূল্যে ১ বছরে ৪৮-৫০ কিস্তির মাধ্যমে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেন ।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
পল্লী উন্নয়ন	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ সহায়তা	এই কর্মসূচির আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এককভাবে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। তারা ৮% সেবামূল্যে ২ বছরে সাপ্তাহিক ৯৬-১০০ কিস্তির নাধ্যমে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেন।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
কৃষি	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি দলে মোট ১২০ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন করবে। অত্র এলাকায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা পূরণ হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭টি ইউনিয়নের ২১ টি কৃষক ব্লকে প্রায় ৪০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে ০৮টি স্থানে প্রদর্শনী ব্লক স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪	৬,০০,০০০/-
কৃষি	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২টি দলে মোট ৪৮ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করবে। পাশাপাশি মৌ পালনের মাধ্যমে ১ টন মধু উৎপাদন করা হবে। অত্র এলাকায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১টি ইউনিয়নের ১১ টি কৃষক ব্লকে প্রায় ২০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন (৮টি*ঝগউ গঠিত হবে)	২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	৭,০০,০০০/-

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
		১১টি স্থানে প্রদর্শনী ব্লক স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়।			
কৃষি	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিষয়ক ১১ টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২	৬০,০০০/-
কৃষি	কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প	১২টি ইউনিয়নে আলু, মিষ্টি আলু, পানি কচু, লতিরাজ, ও মুখীকচুর ৫১টি প্রদর্শনী স্থাপন এবং ১৩টি ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫২০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৫টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে ৫০০ জন কৃষককে বিভিন্ন কৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩০ জন কৃষককে মোটিভেশনাল ট্যুরের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়ে নিয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন		২৫,০০,০০০/-
কৃষি	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী	এই প্রকল্পের র লক্ষ্য হচ্ছে অত্র এলাকার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা, শস্য বহমুখীকরণ করা, উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ হতে ২০২২-২৩	৩০,০০,০০০/-
কৃষি	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের র আওতায় ৭২টি কৃষক দলে ২১৬০ জন কৃষককে সংগঠিত করা, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	উপজেলার ১২ টি ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	৬০,০০,০০০
কৃষি	পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন	প্রদর্শনী স্থাপন ও কৃষক স্কুল মাঠ পরিচালনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষকদের প্রশিক্ষিত	উপজেলার ১২ টি ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	৫,০০,০০০/-
কৃষি	অনাবাদি, পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প	অনাবাদি, পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্পের র মাধ্যমে কৃষকের জমির এক ইঞ্চিও খালি না থাকে এই ব্যপারে কৃষককে পরামর্শ প্রদানসহ ২৬টি প্রদর্শনী স্থাপন ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার ১২ টি ইউনিয়ন		৩,৫০,০০০/-
কৃষি	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদনো সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	১২টি ইউনিয়নের ৩৬টি কৃষক ব্লকে ২৮০ জন কৃষককে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এবং ০২ টি মাঠ দিবসে ২০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার ১২ টি ইউনিয়ন		৬,০০,০০০/-
কৃষি	কৃষি প্রণোদনা ও কৃষক পুনর্বাসন	১৬,০০০ কৃষকের মাঝে সার বীজ বিতরণ করা হয়।	উপজেলার ১২ টি ইউনিয়ন		
প্রাণিসম্পদ	আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প	২০২১-২২ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের র আওতায় হাতীবান্ধা উপজেলায় বিভিন্ন গবাদিপশুকে ১০৬০ টি কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স ১৫৪ কেজি খাওয়ানো হয়েছে। এছাড়া ২৫ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩	২,৭০,০০০/-
প্রাণিসম্পদ	পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প	২০২১-২২ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের র আওতায় হাতীবান্ধা উপজেলায় ৯৩,৬০০ টি ছাগলকে পিপিআর রোগের টিকা দেয়া হয়েছে এবং ছাগলপ্রতি ৫/- হারে সম্মানি ভাতা প্রদান করা	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩	--

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
		হয়েছে। এছাড়া ১২ জন ভ্যাক্সিনেটরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।			
প্রাণিসম্পদ	কৃত্রিম প্রজনন ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	২০২১-২২ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের র আওতায় হাতীবান্ধা উপজেলায় ৪০ জনের ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩	৭৮,২০০/-
প্রাণিসম্পদ	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প	২০২১-২২ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের র আওতায় হাতীবান্ধা উপজেলায় ৭৭৩৬টি গবাদিপশুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছে।সুফলভোগীর সংখ্যা ১০৫৫ জন। এছাড়া ৭২৮ জন খামারিকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে গাভীর খামারি ৫০৩ জন, ব্রয়লার খামারি ১১৩ জন, লেয়ার খামারি ৬০ জন, সোনালি মুরগীর খামারি ২৭ জন ও হাঁস খামারির সংখ্যা ২৫ জন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩	--
প্রাণিসম্পদ	উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	এই প্রকল্পের আওতায় তিস্তা নদীর চরাঞ্চলে প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং শীগ্রই বাস্তবায়িত হবে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩	মোট ৬৩৪ টি প্যাকেজ গঠন করা হবে।
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে হাতীবান্ধা উপজেলায় ৫৪ জন মৎস্য চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়		২০১৬-১৭ হতে ২০২১-২২	
মৎস্য	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্ঠি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৬ জন মৎস্যচাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।			
মৎস্য	রাজস্ব খাতের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী স্থাপন	রাজস্ব খাতের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী স্থাপনের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে হাতীবান্ধা উপজেলায় ৭৫ জন মৎস্য চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়			
সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচী	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর(পুরুষ) এবং ৬২ বছর(মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১১,৬৯২ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
সমাজসেবা		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায়	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
		বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫,৩১৪ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।			
সমাজসেবা		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভ'মিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩,৬১৩ জন। বর্তমানে একজন ভাতাভোগী মাসিক ৭৫০/- টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ(বয়স্ক) ভাতা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভ'মিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় ২৫০ জন ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
সমাজসেবা	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় ৩৪৬ (তিনশত ছেচল্লিশ) জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। ২০২১-২২ অর্থ বছর হতে একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
সমাজসেবা	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলা মোট ২৬০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়েছেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মোট ৫৬ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়েছেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
সমাজসেবা	পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম	গরীব ও দূঃস্থ জনগনের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের র মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথা ঃ- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের আওতায় ৩৬০ জনের মাঝে ৬৬,৫৫,০০০/- (ছেষট্টি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা ও পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের আওতায় ৬০০ জনের মাঝে ১১,৩৫,৭০০/- (এগার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশত) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। একজন ঋণগ্রহীতা ১০,০০০-৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়েছেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
যুব উন্নয়ন	উত্তরবঙ্গের ০৭ (সাত) টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)	উত্তরবঙ্গের ০৭(সাত) টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প(২য়) এর মাধ্যমে এলাকার একই গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত স্বল্প আয়ের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরকে গ্রুপ ভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে	সকল ইউনিয়ন	২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৩ বছর	

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
		প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে স্বাবলম্বী/আত্মকর্মী করে গড়ে তোলা। ২০২১-২২ অর্থবছরে হাতীবান্ধা উপজেলায় ১২৫ জন যুবক ও যুব মহিলাকে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ১০দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।			
মহিলা বিষয়ক	ভিজিডি চক্র	অত্র উপজেলার ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৫১৬ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল) বিতরণ করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
মহিলা বিষয়ক	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	অত্র উপজেলার ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৬০০ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০/- টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪	
মহিলা বিষয়ক	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে বছরে ১৫০ জন প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর বছরে ০৪ টি ব্যাচ	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	
বন	চারা বিক্রয়	হাতীবান্ধা উপজেলার স্থানীয় জনসাধারণ সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিভিন্ন জাতের চারা সংগ্রহ ও রোপন করে উক্ত এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।	সকল ইউনিয়ন	২০২০-২১	---
খাদ্য বিভাগ	খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি	হাতীবান্ধা উপজেলায় খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১১,৭৬০ জন। পরিবার প্রতি ১০/- কেজি দরে ৩০ কেজি চাল মাসিক ভিত্তিতে মার্চ/২১ ও এপ্রিল/২১ বিক্রয় করা হয়েছে এবং আগামী সেপ্টেম্বর/২১, অক্টোবর/২১, নভেম্বর/২১ মাসে উপকারভোগীদের মাঝে বিক্রয় করা হবে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	--
সমবায়	আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান	আশ্রয়ন প্রকল্পের র সুফলভোগী ১,৩৬০ জন, সুফলভোগীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টিকরন	০৩ টি ইউনিয়ন	--	
সমবায়	সমবায় সমিতি নিবন্ধন	১০৫ টি সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৪০৭০ জন, সমিতির সদস্যরা শেয়ার ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরন	সকল ইউনিয়ন	--	
সমবায়	সমবায় সমিতির বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করন	১০৫টি সমবায় সমিতি বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করনের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের প্রদানকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
সমবায়	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রত্যেক প্রশিক্ষণে ৫টি সমিতির ২৫ জন সদস্যর সমন্নয় একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান		চলমান কর্মসূচি	
সমবায়	ভূআঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোটবাড়ী কুমিল্লায়	হাতীবান্ধা উপজেলার নিবন্ধিত সমিতির সদস্যদের আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও			

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
	বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ	কোটবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়।			
ইউনিয়ন পরিষদ	এলজিএসপি ৩	এলজিএসপি ৩ প্রকল্পের আওতায় হাতীবান্ধা উপজেলায় ১২টি ইউনিয়নে ১,৭১,৪২,৫২৭/- বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	
এসোড	ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রকল্প	হাতীবান্ধা উপজেলার ডাউয়াবাড়ী, পাটিকাপাড়া, সিন্দুর্না, সিংগীমারী, গড্ডিমারী, ও সানিয়াজান ইউনিয়নের ১১টি গ্রামের ১৬৫২টি অতিদরিদ্র পরিবার প্রত্যক্ষ উপকারভোগী। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ, ইউডিএমসি, স্কুল, অন্যান্য গ্রামবাসী পরোক্ষ উপকারভোগী। প্রকল্পের র লক্ষ হচ্ছে **"মানুষের জীবনে বন্যার কোন প্রভাব থাকবে না।"** এই লক্ষ্যে অতিদরিদ্র পরিবারকে বন্যা সহনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বন্যায় জীবন যাত্রা চলমান রাখার জন্য আর্থিক সহায়তা, দুর্যোগকালীন সহায়তা, কমিউনিটি রিজিলিয়েন্স এ্যাকশন গ্রুপ তৈরী এবং তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা, ইউডিএমসির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা, বসতবাড়ী উঁচুকরন কার্যক্রম, কমিউনিটি টিউবওয়েল স্থাপন, বন্যার সময় শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকার জন্য স্কুল গ্রাউন্ড উঁচুকরন সহ বন্যা সহনশীলতায় বিভিন্ন কার্যক্রম।	বন্যা কবলিত ০৬টি ইউনিয়ন	অক্টোবর/২০১৮ হতে এপ্রিল/২০২৩	২,০০,৫০,০০০/-
আশা	ক্ষুদ্র ঋণ	২১৭৪ জন কে ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদান কার্যক্রম।	সকল ইউনিয়ন	০১ বছর	১০,৩০,৫০,০০০/-
	স্যানিটেশন	৫০ জন সদস্যকে স্যানিটেশনের আওতায় আনা হয়।	সকল ইউনিয়ন	০১ বছর	১,০০,০০০/-
	চিকিৎসা সহায়তা	২০ জন সদস্যকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	--	১,০০,০০০/-
ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট	জেন্ডার রেসপন্সিভ ইনক্লুসিভ এডুকেশন সেক্সুয়াল রিপ্রডাক্টিভ হেলথ	*০৩ থেকে ০৫ বছর বয়সী ১৯৬০ জন শিশুর সার্বিক বিকাশ অর্জনের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে জেন্ডার রেসপন্সিভ এসবিকে (শিশু বিকাশ কেন্দ্র) পরিচালনা। *শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়তাকারী ও অভিভাবকদের জেন্ডার রেসপন্সিভ প্লে বেস্ড আর্লি লার্নিং প্যাডাগোজি বিষয়ে দক্ষক্ষা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। *প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষককে জেন্ডার রেসপন্সিভ প্লে বেস্ড আর্লি লার্নিং প্যাডাগোজি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।	সকল ইউনিয়ন	জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত।	৭৭,২১,৮৩২/-

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	(জিআরআইইএস আরএইচ) প্রজেক্ট	*উপজেলা রিসোর্সপুল (উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী শিক্ষা অফিসার ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর) এর জন্য জেন্ডার রেসপন্সিভ ইসিডি বিষয়ে অবহিতকরণ। *কোভিড সংক্রমন প্রতিরোধের জন্য প্রকল্পভুক্ত ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হ্যান্ড ওয়াশিং পয়েন্ট স্থাপন, সাবান ও মাস্ক সরবরাহ। * স্কুল বন্ধকালীন সময়ে সুবিধা বঞ্চিত ১১৬৩ জন শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি কমিয়ে আনার জন্য ছোট দলে কমিউনিটি ভিত্তিক অলটারনেটিভ এডুকেশন সহায়তা (খাতা/কলম/রং পেন্সিল) প্রদান। *অলটারনেটিভ এডুকেশন সেন্টার পরিচালনাকারী কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।			
	এম্পাওয়ারিং এ্যাডলোসেন্ট গার্লস টু ইন্ড চাইল্ড ম্যারেজ (ইএজিইসিএম) প্রজেক্ট	*প্রকল্পভুক্ত ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৪০ জন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে কন্ডিশনাল ক্যাশ সহায়তা প্রদান। *প্রকল্পভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের (মা) নিয়ে ইস্যু ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্যারেন্টিং সেশন পরিচালনা ও বেস্ট প্যারেন্টস এওয়ার্ড প্রদান। *প্রকল্পভুক্ত ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভকেশনাল ট্রেডের উপকরণ ও সরঞ্জামাদী সংস্কার ও বিভিন্ন নতুন এ্যাপারেটাস প্রদান। *প্রকল্পভুক্ত ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মেয়ে বান্ধব বিদ্যালয়ে উন্নীত করণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ, কমনরুম, টয়লেট, মেন্সট্রুয়াল হাইজিন ম্যাটারিয়াল, লাইব্রেরীর বই, বুক সেল্ফ, খেলার সামগ্রী ইত্যাদি প্রদান। *বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকদের (ইংরেজী, গণিত ও বিজ্ঞান) প্রশিক্ষণ প্রদান। *প্রকল্পভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের জন্য জেন্ডার রেসপন্সিভ প্যাডাগোজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। * স্কুল বন্ধকালীন সময়ে সুবিধা বঞ্চিত ৫০০ জন শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি কমিয়ে আনার জন্য ছোট দলে কমিউনিটি ভিত্তিক অলটারনেটিভ এডুকেশন সহায়তা (খাতা/কলম/রং পেন্সিল) প্রদান। *অলটারনেটিভ এডুকেশন সেন্টার পরিচালনাকারী কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান। *কোভিড সংক্রমন প্রতিরোধের জন্য প্রকল্পভুক্ত ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হ্যান্ড ওয়াশিং পয়েন্ট স্থাপন।	সকল ইউনিয়ন	জুলাই/২০১৮ থেকে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত।	২৩,৭৯,৩৮৫/-

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের র নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের র মেয়াদ	সম্ভাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
	প্রমোটিং রেজিলিয়ান্স অফ ভালনারেবল থ্রো এক্সেস টু ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইম্প্রুভড স্কিলস এন্ড ইনফরমেশন (প্রভাতি-৩) প্রজেক্ট।	*প্রকল্পভুক্ত ০২টি উপজেলা (হাতীবান্ধা-পাটগ্রাম) এর ৯৬০ জন যুব ও যুবাদের ভোকেশনাল এর ৫টি ট্রেড (সুইং মেশিন অপারেশন নীট, ইলিক্ট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স, স্টিল বাইন্ডিং, টাইলস এন্ড মারবেল ফিটিংস, প্লাম্বিং) এ প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান।	সকল ইউনিয়ন	মে/২০২১ থেকে এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত।	১,৬২,৯৮,৮৮০/-
	উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহনে নারীর সামর্থ উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রজেক্ট।	*প্রকল্পভুক্ত ১২ টি ইউনিয়নের ৪৩২ জন নারীর জীবন দক্ষতা উন্নয়ন (নেতৃত্ব উন্নয়ন, নারী অধিকার, নারী-পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলা কৌশল, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের করনীয়) প্রশিক্ষণ প্রদান। *৪৩২ জন উপকারভোগীদের আয় বর্ধন মূলক (গরু,ছাগল, হাঁস, মুরগী, ভেড়া পালন, সবজি চাষ, মুদি খানার দোকান, কম্পোষ্ট সার উৎপাদন, সেলাইয়ের কাজ বাঁশের কাজ) কর্মকান্ডের সাথে সর্ম্পক্ত করন। *৩৯ জন নারী উপকার ভোগীকে তাদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষন প্রদান। *হাতীবান্ধা উপজেলার ১৬ জন উপকার ভোগীকে স্থায়ী চাকুরী প্রদানের লক্ষ্যে লেদার কারখানায় পাঠানো। *প্রকল্পভুক্ত ১২ টি ইউনিয়নের ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩৮৪ জন সদস্যদেরকে জেন্ডার সংবেদনশীল ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	সকল ইউনিয়ন	অক্টোবর/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত।	৬,২০,০০০/-

৫. বাজেটের সার-সংক্ষেপ

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে, সম্পদ চিহ্নিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, উপজেলা পরিষদ তার সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীন উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকল্প ঐ আর্থিক বছরে বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র ৫-১০% ।এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে থাকা উন্নয়ন তহবিলের উৎস হচ্ছে নিম্নোক্ত

১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)
২) বিশেষ অনুদান
৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ

হাতীবান্ধা উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রস্তুতিতে আর্থিক প্রক্ষেপণ ও উক্ত বছরের বাজেট প্রাক্কলনের জন্য, নিম্নোক্ত "বাজেটের সার-সংক্ষেপ ২০২২-২৩" ব্যবহার করেছে।

ছক ৪০ঃ উপজেলা পরিষদের বাজেট ২০২২-২৩ এর সারসংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০২০-২০২১)	চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০২২-২০২৩)
অংশ- ১	রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি			
	রাজস্ব	১,২১,২০,৯৫১.০০	৯৭,০১,০৯২.০০	১,৩২,৭৮,১৩৯.০০
	অনুদান (সরকারি মঞ্জুরী)	০		
	মোট প্রাপ্তি	১,২১,২০,৯৫১.০০	৯৭,০১,০৯২.০০	১,৩২,৭৮,১৩৯.০০
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৯৫,৭১.০৭৩.০০	৮৪,৩৮,৫৩৪.০০	১,০৪,১০,০০০.০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক)	১৯,২৯,৪৮৫.৫৪	২৫,৪৯,৮৭৮.০০	২৮,৬৮,১৩৯.০০
অংশ- ২	উন্নয়ন হিসাব			
	উন্নয়ন অনুদান (এডিপি)	১,০১,৮৬,০০০.০০	১.০৩.৩২,০০০.০০	**১,১০,০০,০০০.০০**
	বিশেষ উন্নয়ন অনুদান (এডিপি)			
	অন্যান্য অনুদান (ইউজিডিপি)	৫০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
	অনুদান (বাসাবাড়ি ও অফিস মেরামত খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ)			
	উন্নয়ন উদ্বৃত্ত	০	০	০
	মোট (খ)	১,৬২,৮৮,০০০.০০	১,৬১,৮৬,০০০.০০	১,৬০,০০,০০০.০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	১,৮৪,৫৯,৭৯৫.০০	১,৮৭,৩৫,৮৭৮.০০	১,৮৮,৬৮,১৩৯.০০
	বাদ উন্নয়ন ব্যয় (সংরক্ষিতসহ)	১,০৮,৮৩,৬০০.০০	১,১১,৮০,০০০.০০	১,১৪,২০,০০০.০০
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	৭৫,৭৬,১৯৫.০০	৭৫,৫৫,৮৭৮.০০	৭৪,৪৮,১৩৯.০০
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	৬৬,৪৬,৭১০.০০	৬১,৫৩,৭৭৩.০০	**৬৯,৪৮,১৩৯.০০**
--	সমাপ্তি জের	৯,২৯,৪৮৫.০০	১৪,০১,৬৩৯.০০	৫,০০,০০০.০০

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক নির্দেশিকার আলোকে ও উপজেলা পরিষদ হাতীবান্ধা -এর ২০২২-২৩ এর বাজেট অনুসারে উপজেলায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের পরিমান (১,১০,০০,০০০.০০ + ৬৯,৪৮,১৩৯.০০) = **১,৭৯,৪৮,১৩৯.০০**

৬. রূপকল্প

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাংক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে উপজেলা পরিষদ ৪টি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে রুপকল্প নির্ধারণ করেছে।

"হাতীবান্ধা উপজেলার জনগণের জন্য জলাবদ্ধতা মুক্ত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।"

৭. বার্ষিক পরিকল্পনার খাত ওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপ যোগ্য সূচক নির্ধারণ

হাতীবান্ধা উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে তার লক্ষ্য ও অভিষ্ঠ নির্ধারণ করেছে যাতে উক্ত বছরে চিহ্নিত উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা সমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে উপজেলার রূপকল্প এবং পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাতের লক্ষ্য সমূহ, বার্ষিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং অভিষ্ট নির্ধারণে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে উপজেলা পরিষদ তার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম নির্ধারণ করেছে।

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে প্রাথমিক শিক্ষায় জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম বেশি পরিচালিত হচ্ছে বিধায় মাধ্যমিক পর্যায়ের উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছে। উপজেলা পরিষদ সম্পদ বিবরণী থেকে জানতে পেরেছে যে, উপজেলাতে এলজিইডি কর্তৃক বৃহদাকার সড়ক নির্মাণের কাজ চলমান আছে। কিন্তু বর্তমানে উপজেলার প্রায় ৩/৪ ভাগ রাস্তা কাঁচা অবস্থায় আছে। তাই উপজেলা পরিষদ জনগণের যাতায়তের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবা সংযোগকারি রাস্তা আরসিসি/এইচবিবি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি উপজেলার বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার , জনবহুল স্থান ও বাজারের জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন, ইউড্রেন ও কার্লভাট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত ও ঝরে পড়া রোধে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নে মাধ্যমিকের তুলনায় প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ জাতীয় পর্যায় হতে নেয়া হয়েছে। রাত্রিকালীন সময়ে দুর্ঘটনা রোধে ও জনগণের যাতায়তের সুবিধার্থে সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিক্ষা খাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, আসবাবপত্র ও উপকরণ প্রদানের পাশাপাশি গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে উৎসাহপ্রদানমূলক শিক্ষা উপকরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলায় আগহী করতে ও বিদ্যালয়মুখী করতে বিভিন্ন ক্রীড়া উপকরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।স্বাস্থ্য খাতে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের স্বাস্থ্যসেবা উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। জনস্বাস্থ্য খাতে সুপেয় পানি পান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে বিশেষত নবনির্মিত আশ্রয়ণ ২ প্রকল্পের পরিবারসমূহের জন্য নলকূপ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলার । গরিব ও অসহায় বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ছক৬০ঃবার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	অবকাঠামো উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন ও উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিসেবাগুলোতে জনগণের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি	অবকাঠামো উন্নয়ন ও যোগাযোগ	উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টিতে ৫০০ মিটার সংযোগকারি সড়ক নির্মাণ	৫০,০০০ স্থানীয় জনগণ উপকৃত হবে
			জলাবদ্ধতা নিরসনে ৩০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ	
			বিভিন্ন স্থানে চাহিদাভিত্তিক ০৫টি কার্লভাট ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	
			চাহিদামাফিক ০৫ টি অবকাঠামো উন্নয়ন	
			বিভিন্ন সড়কের মোড়ে, দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থলে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০০ টি সোলার বাতি স্থাপন	২.৫ লক্ষ জনগণ উপকৃত হবে
			জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে ০৬টি যাত্রী ছাউনি নির্মাণ	

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	পরিমাপযোগ্য সূচক
২	শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা	শিক্ষা	০৪ টি বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন	২৭০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত হবে
			বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান	
			৫০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে ক্রীড়া সামগ্রীও শিক্ষা উপকরণ প্রদান	
৩	জনগণের জন্য সেবাকেন্দ্রসমূহে মানসম্মত সেবা এবং উপজেলায় পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো	স্বাস্থ্য	হতদরিদ্র ও আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত ৫০০ পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন	৫০০ পরিবারের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে
৪	বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণের আয়োজনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা	কর্মসংস্থান	১৫০ জন বেকার যুবক ও যুবতীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা	১৫০ জন বেকার যুবক ও যুবতীর আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে

৮. প্রকল্প সার সংক্ষেপ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, বার্ষিকলক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। প্রকল্প সার সংক্ষেপ এক নজরে আগামী বছরের বাস্তবায়ন যোগ্য ও অগ্রাধিকার মূলক সকল প্রকল্প স□পর্কে ধারণা প্রদান করে। প্রকল্প সার সংক্ষেপ প্রকল্পের র অবস্থান, বিবরণ, প্রত্যাশিত উপকারভোগী, ও ব্যয় স□পর্কে ধারনা দেয় যার ফলে প্রকল্পের র প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নের সম্ভাবনা, ও বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়। হাতীবান্ধা উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়নে খাত ও অর্থায়নের উৎস ভিত্তিক প্রকল্প সার সংক্ষেপ তৈরী করেছে যেখানে প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন খাতের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্প সারসংক্ষেপ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ প্রায় ৪২ টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে ১৩টি , স্বাস্থ্য খাতে ১৩টি, শিক্ষা খাতে ১১ টি, কর্মসংস্থান খাতে ০৫টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

ছক ৭ ০ঃ উপজেলা প্রকল্প সার সংক্ষেপ

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি		বিনিয়োগ			পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের র শিরোনাম	বিবরণ (পরিবার / জন/ সেট/টি/ কিমি/ ফিট)	অভিষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	সম্ভ্যাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা	রেফারেন্স (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)
১	সিংগীমারী ইউনিয়নের আরডিআরএস অফিসের দক্ষিন পাশে আরসিসি রাস্তার শেষ মাথা হতে ফারুকের বাড়ী পর্যন্ত আসসিসি রাস্তা নির্মাণ	যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে	১টি রাস্তা ২০০-২৫০ফিট	৭৫০০ জন	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	সিংগীমারী ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
২	পারুলিয়া বটতলা মসজিড হতে সোহরাব মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ	যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে	১টি রাস্তা ২০০-২৫০ফিট	১২০০০ জন	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৩	কাজীর বাজার হতে মেদিকেল মোড় রেলগেট পর্যন্ত লিংক রোড নির্মাণ	যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে	১টি রাস্তা ৭০-১০০ফিট	১৫৩০০ জন	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	সিন্দুরনা ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৫ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৪	সিন্দুরনা ইউনিয়নের ০৯নং ওয়ার্ডের আল ফালাহ জামে মসজিদ সঙ্গালগ্ন রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ	যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে	১টি রাস্তা ৭০-১০০ফিট	১৫৩০০ জন	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	সিন্দুরনা ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি		বিনিয়োগ			পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের র শিরোনাম	বিবরণ (পরিবার / জন/ সেট/টি/ কিমি/ ফিট)	অভিষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	সম্ভ্যাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা	রেফারেন্স (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)
৫	ফকিরপাড়া ইউনিয়নের রমনীগঞ্জের গাইট বাধের পাশে কার্লভাট নির্মাণ	যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে	১টি রাস্তা ৭০-১০০ফিট	৬৭৫৪ জন	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	ফকিরপাড়া ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৬	ফকিরপাড়া ইউনিয়নের ০৩নং ওয়ার্ডে রেজা মাষ্টারের বাড়ীর পাশের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ	যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে	১টি ইউড্রেন ১০-২০ফিট	৭৯৫৪ জন	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	ফকিরপাড়া ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৭	হাতীবান্ধা উপজেলার মেডিকেল মোড় বাস স্ট্যান্ড, উপজেলা গেট, দোয়ানী মোড়, তিস্তা ব্যারেজের বৈরালী হোটেলের সামনে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে	৪টি যাত্রী ছাউনি	২.৪ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	বড়খাতা ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৮ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৮	হাতীবান্ধা বাজার হতে ভোটমারী বাজার পর্যন্ত হাইওয়ে রাস্তার দুপাশে সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন	রাত্রিকালীন সময়ে জনগণের চলাচলে সুবিধা হবে	৮০-১০০ টি লাইট	২ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন		০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩১ লক্ষ	ইউজিডিপি	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৯	নওদাবাস ইউনিয়নের শালবনের সামনে দর্শনীয় গেট নির্মাণ	সংশ্লিষ্ট এলাকার জলাবদ্ধতা দূর হবে	২০-৩০ ফিট	২ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	নওদাবাস ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৫ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
১০	সানিয়াজান ও ভেলাগুড়ি ইউনিয়নের বনচৌকি আশ্রয়ন ২ প্রকল্পে শিশুদের খেলাদূলার জন্য দোলনা, ব্যালেন্সার ও স্লিপার সম্বলিত শিশু পার্ক নির্মাণ	শিশুদের খেলাধুলা করার সুযোগ হবে	২ সেট দোলনা, ব্যালেন্সার ও স্লিপার	১৫৪ জন অধিবাসী	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	সানিয়াজান ও ভেলাগুড়ি ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি		বিনিয়োগ			পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের র শিরোনাম	বিবরণ (পরিবার / জন/ সেট/টি/ কিমি/ ফিট)	অভিষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	সম্ভ্যাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা	রেফারেন্স (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)
১১	টংভাংগা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডের শাহ গরীবুল্লাহ এতিমখানার খেলার মাঠের উন্নয়ন	শিশুদের খেলাধুলা করার সুযোগ হবে		১৮০ জন শিশু	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	টংভাংগা ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
১২	হাতীবান্ধা মেডিকেল মোড় ও দোয়ানী মোড়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন	রাত্রিকালীন সময়ে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে	১ সেট ক্যামেরা	২ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	টংভাঙ্গা ও বড়খাতা ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
১৩	উপজেলা প্রানীসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	উক্ত অফিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে	৫০ ফুট প্রাচীর	২ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন		০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
১৪	বড়খাতা ইউনিয়নের পাইকারটারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ	শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত হবে	১টি গেট	২৪৩ জন ছাত্রছাত্রী	শিক্ষা	বড়খাতা ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
১৫	পারুলিয়া তফশিলী উচ্চ বিদ্যালিয় এন্ড কলেজে সিসি ক্যামেরা স্থাপন	শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত হবে	১ সেট সিসি ক্যামেরা	৩২২ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	১ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
১৬	ডাউয়াবাড়ী ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডে আলহজ আছের আমুদ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার	শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত হবে	৩টি কক্ষ	২৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	ডাউয়াবাড়ী ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
১৭	নওদাবাস ইউনিয়নের ধওলাই বাবুর বাজার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বারান্দা নির্মাণ	শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত হবে	৫টি কক্ষের সামনের বারান্দা	২৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	নওদাবাস ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি		বিনিয়োগ			পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের র শিরোনাম	বিবরণ (পরিবার / জন/ সেট/টি/ কিমি/ ফিট)	অভিষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	সম্ভ্যাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা	রেফারেন্স (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)
১৮	দইখাওয়া এছান মিয়া আওলাদ মিয়া আলিম মাদ্রাসার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে	৮০ফিট সীমানা প্রাচীর	৪৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	গোতামারী ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
১৯	হাতীবান্ধা উপজেলার উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে বেঞ্চ সরবরাহকরন	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে বসার অসুবিধা দূর হবে	১০০ জোড়া বেঞ্চ	১৫০ জন ছাত্রছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	১০ লক্ষ	ইউজিডিপি	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
২০	হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধূলার সামগ্রী সরবরাহ।	শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ তৈরী হবে	৫০-৩০টি ফুটবল ও জার্সিসেট	১৫০০ জন ছাত্র ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	১ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
২১	হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুটবল বিতরন	শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ তৈরী হবে	৫০-৩০টি ফুটবল ও জার্সিসেট	২০০০ জন ছাত্র ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	১ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
২২	হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাঝে ফুটবল বিতরন	শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ তৈরী হবে	৫০-৩০টি ফুটবল ও জার্সিসেট	১৬০০ জন ছাত্র ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	১ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
২৩	হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল ও ক্রিকেট সেট সরবরাহকরন	শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ তৈরী হবে	৫০-৩০টি ফুটবল ও জার্সিসেট	৪০০০ জন ছাত্র ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	১ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
২৪	হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবি ছাত্রীদের মাঝে টিফিন	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে		৪০০০ জন ছাত্র ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি		বিনিয়োগ			পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের র শিরোনাম	বিবরণ (পরিবার / জন/ সেট/টি/ কিমি/ ফিট)	অভিষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	সম্ভ্যাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা	রেফারেন্স (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)
	বস্ত্র ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন (নারী উন্নয়ন ফোরাম)	আগমনের পথ সুগম হবে											
২৫	বড়খাতা ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহকরন	জনগণের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে	১০-১৫ টি নলকূপ	৩০-৩৫ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	বড়খাতা ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	২ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
২৬	গড্ডিমারী ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহকরন	জনগণের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে	১০-১৫ টি নলকূপ	৩০-৩৫ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	গড্ডিমারী ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	২ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
২৭	সিঙ্গিমারী ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহকরন	জনগণের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে	১০-১৫ টি নলকূপ	৩০-৩৫ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	সিংগীমারী ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	২ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
২৮	টংভাঙ্গা ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহকরন	আশ্রয়ণ প্রকল্পের জনগণের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে	১০-১৫ টি নলকূপ	৪০-৫৫ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	টংভাঙ্গা ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	২ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
২৯	সিন্ধুরনা ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহকরন	আশ্রয়ণ প্রকল্পের জনগণের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে	১০-১৫ টি নলকূপ	৪০ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	সিন্ধুরনা ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	পিআইসি	২ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৩০	নওদাবাস ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহকরন	জনগণের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে	১০-১৫ টি নলকূপ	৪০-৫৫ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	টেন্ডার	৫ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি		বিনিয়োগ			পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের র শিরোনাম	বিবরণ (পরিবার / জন/ সেট/টি/ কিমি/ ফিট)	অভিষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	সম্ভ্যাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা	রেফারেন্স (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)
৩১	গোতামারী ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহকরন	আশ্রয়ণ প্রকল্পের জনগণের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে	১০-১৫ টি নলকূপ	৫৫-৬০ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	গোতামারী ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	পিআইসি	২ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৩২	ভেলাগুড়ি ইউনিয়নে মুজিববর্ষে নবনির্মিত বনচৌকি আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহকরন	আশ্রয়ণ প্রকল্পের জনগণের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে	১০-১৫ টি নলকূপ	৫৫-৬০ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	ভেলাগুড়ি ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	পিআইসি	২ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৩৩	সানিয়াজান ইউনিয়নে মুজিববর্ষে নবনির্মিত আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহকরন	আশ্রয়ণ প্রকল্পের জনগণের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে	১০-১৫ টি নলকূপ	৫০-৬০ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	সানিয়াজান ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	পিআইসি	২ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৩৪	ফকিরপাড়া ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহকরন	আশ্রয়ণ প্রকল্পের জনগণের সুপেয় পানি পান নিশ্চিত হবে	১০-১৫ টি নলকূপ	৫০-৬০ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	ফকিরপাড়া ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	পিআইসি	২ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৩৫	গড্ডিমারী ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডে মধ্যগড্ডিমারী হাট খোলায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	জনসাধারণের জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে	১টি টয়লেট	৫০-৬০ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	গড্ডিমারী ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি		বিনিয়োগ			পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের র শিরোনাম	বিবরণ (পরিবার / জন/ সেট/টি/ কিমি/ ফিট)	অভিষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	সম্ভ্যাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা	রেফারেন্স (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)
৩৬	সানিয়াজান ইউনিয়নের তিস্তা বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	জনসাধারণের জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে	১টি টয়লেট	৫০-৬০ টি পরিবার	জনস্বাস্থ্য	সানিয়াজান ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৩৭	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অক্সিজেন সাপ্লাই এর শেড নির্মাণ	হাসপাতালের উন্নয়ন ঘটবে	১টি শেড	১.৫ লক্ষ অধিবাসী	স্বাস্থ্য	সিন্দুরনা	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	টেন্ডার	৩ লক্ষ	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৩৮	বেকার যুবকদের ফ্রিল্যান্সিং ও আউট সোরসিং প্রশিক্ষণ	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে	৩০ জন	৩০ পরিবার	কর্মসংস্থান	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	পিআইসি	২ লক্ষ	ইউজিডিপি	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৩৯	বেকার যুব যুবতীদের উপর প্রশিক্ষণ	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে	৩০ জন	৩০ পরিবার	কর্মসংস্থান	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	পিআইসি	২ লক্ষ	ইউজিডিপি	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৪০	সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শতরঞ্জি প্রশিক্ষণ	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে	৩০ জন	৩০ পরিবার	কর্মসংস্থান	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	পিআইসি	২ লক্ষ	ইউজিডিপি	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৪১	বেকার যুবকদের মাল্টা চাষের উপর প্রশিক্ষণ	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে	২৫ জন	২৫ পরিবার	কর্মসংস্থান	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	পিআইসি	২ লক্ষ	ইউজিডিপি	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	
৪২	বেকার যুবকদের পশু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে	২৫ জন	২৫ পরিবার	কর্মসংস্থান	সকল ইউনিয়ন	০১/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	পিআইসি	২ লক্ষ	ইউজিডিপি	এলজিইডি, হাতীবান্ধা	

৯. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা:

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (গড়হরঃড়ৎরহম) করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবেন এবং ইউএনও এ বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করবে। প্রকল্পের র প্রতিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন সন্নিবেশিত করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক উপজেলা কমিটিকে টিজিপি সহযোগিতা করবে। উক্ত প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (অক্টোবর, জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে) পর্যালোচনার জন্য পেশ করবে।

উপজেলা পরিষদের সভায় উপজেলা পরিষদ প্রকল্প/ স্কিম পর্যালোচনা করবে। অভিষ্ট সুচক ও প্রত্যাশিত সময়সীমার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে। পরিষদ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প বাতিল করা অন্য প্রকল্পের সম্পদ স্থানান্তর করার (নতুন জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

সারণী ৮ : বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র

মাস	২০২২	২০২৩
মে	বার্ষিক বাজেট এবং বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন	
জুন	বর্তমান বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন	
জুলাই	বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষন	
আগষ্ট		
সেপ্টেম্বর		
অক্টোবর	১ম ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন	
নভেম্বর		
ডিসেম্বর		
জানুয়ারি	২য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন	
ফেব্রুয়ারি		পরবর্তী বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রযোজনীয় এমন উন্নয়ন প্রকল্প সনাক্ত করন এবং অগ্রাধিকার প্রদান
মার্চ		বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রকল্প তালিকা প্রস্তুতি এবং উপজেলা পরিষদে জমা
এপ্রিল	৩য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন	নতুন প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত পরিকল্পনা এবংব্যয় প্রাক্কলন
মে		বার্ষিক বাজেট এবং বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন
জুন		
জুলাই	বার্ষিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	নতুন বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষন